Available online at http://www.ijims.com

ISSN: 2348 – 0343

An analysis of the numerical and qualitative characteristics of the adverb *ābār* in Bengali

বাংলা ক্রিয়াবিশেষণ আবার : সংখ্যাগত ও গুণগত বৈশিষ্ট্য

Nag Goutam Kumar
Dept. of Foreign Languages, University of Burdwan, West Bengal, India

Abstract

The present paper consists of a linguistic analysis of the various uses of the Bengali adverb ***ābār.*** This term denotes second occurrence or repetition; this is considered to be the primary usage of the term. However we find instances where this term is used in connection with non-repetitive actions. These uses apparently are not in conformity with the fundamental sense of the term. ***Ābār*** in the second sense is an expletive. Through an in depth analysis of the apparently unrelated primary and expletive uses of this adverb, we have tried to bring out the unifying factor. We have attempted to demonstrate that all the uses of this adverb may be defined in terms of its numerical and qualitative characteristics

Key Words : repetition, numerical characteristics, qualitative characteristics, unifying factor

Article

আমরা এই আলোচনার সূত্রপাত করছি একটি সুপরিচিত অতুলপ্রসাদের গান দিয়ে।

কে **আবার** বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জবনে ?
হৃদি মোর উঠল কাঁপি' চরণের সেই রণনে ।।
কোয়েলা ডাকল **আবার,** যমুনায় লাগল জোয়ার ;
কে তুমি আনিলে জল ভরি' মোর দুই নয়নে ।।

আমাদের আলোচ্য এই গানটি নয়, গানটিতে দুবার ব্যবহৃত একটি শব্দ --- আবার। গানের শুরুতে, প্রথম কলির দ্বিতীয় স্থানে শব্দটির প্রয়োগ, তারপর তৃতীয় কলিতে তার পুনরাবির্ভাব। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শব্দের অর্থ স্পষ্ট। দ্বিতীয়বার বা পুনর্বার অর্থে এই প্রয়োগ ---অর্থাৎ ক্রিয়ার (কোয়েলার ডাক) পুনরাবৃত্তি নির্দেশ করা হচ্ছে। এই কলির একটি পাঠই সম্ভব, দ্ব্যর্থবোধকতার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু প্রথম কলি সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য নয় । বংশীধ্বনি শোনা গেছে এবং কবির প্রশ্ন কে এই বংশীবাদক। কিন্তু কোয়েলার ডাকের মত বাঁশির ধ্বনিও যে দ্বিতীয়বার শোনা গেছে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সেটি একটি সম্ভাবনা ; দ্বিতীয় সম্ভাবনা বাঁশির ধ্বনি একবারই শুধু শোনা গেছে, কিন্তু এই ভাঙা কুঞ্জবনে কে বাঁশি বাজাতে পারে ভেবে কবি

বিস্ময় বোধ করছেন। এই পাঠ অনুসারে ''আবার''এর প্রয়োগ পুনরাবৃত্তি নির্দেশ করতে নয়, বিস্ময়ের গভীরতা ব্যক্ত করতে।

আমাদের আলোচ্য 'আবার' শব্দের এই সংখ্যানির্দেশক এবং অনুভূতিদ্যোতক প্রয়োগ এবং এছাড়াও আর যে সমস্ত প্রয়োগ হতে পারে । এই নিবন্ধে আমাদের উদ্দেশ্য আপাত অসম্পৃক্ত এই বিভিন্ন প্রয়োগের মধ্যে একটি যোগসূত্র নির্দেশ করা। এই উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত "আবার"-যুক্ত নমুনাবাক্য বেছে নিয়েছি।

অভিধানে 'আবার'

প্রথমে আমরা বিভিন্ন অভিধানে প্রদত্ত "আবার"এর শব্দার্থ এবং প্রয়োগের বিভিন্ন উদাহরণগুলি দেখে নেব। এই উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষার অভিধান ছাড়াও আমরা বাংলা-ইংরাজি দ্বিভাষিক অভিধানেরও সাহায্য নিয়েছি।

চলন্তিকা : পুনর্বার (___ আসিব)। অধিকন্তু, আরও (জ্বর, ____ পেটের অসুখ) অবিশ্বাসে ('সে___গান গাইবে)[১]

বঙ্গীয় শব্দকোষ : [আরবার --- মূল] ১ অন্যবার, পুনর্বার " আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে''
২ দ্বিতীয়তঃ, পক্ষান্তরে, একে নাম আনন্দ , তাতে আবার ফলারের গন্ধ।
[আবার আবার --- পুনঃপুন, আবার যাব,আবার আসব ?][২]

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান : আর একবার; পুনর্ব্বার, "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে ।"
২সাবধান করণ , ভয়প্রদর্শন বা শাসনসূচক। ৩ সন্দেহাত্মক ; প্রশ্নে (negative sense)
' তার আবার যাওয়া হবে' (অর্থাৎ যাওয়ার নিশ্চয়তা নাই) 'সে আবার সাহায্য করবে'
(সাহায্য করবে কিনা সন্দেহ) ' কোথায় আবার যাব ' (যাব না) ' কোথায় আবার গিয়েছিলাম'
(যাই নাই)। ৪ অধিকন্তু ; উপরন্তু ; এতদ্ব্যতীত (...) আরও। যদু, ননি, রাধু গেলেই হবে তুমি আবার কেন যাবে? ৫ (...) অপর কথা, আর এক কথা।[৩]

বাঙ্গালা শব্দকোষ : আর বার, পুনর্বার। ...। একবার বলিয়াছিলে আবার বল।[৪]

ব্যবহারিক শব্দকোষ : পুনরায় (আবার সে দিন আসিবে) ; অবজ্ঞা, সন্দেহ, অসম্মতি ইত্যাদি সূচক
(পাগলের আবার শ্বশুর বাড়ী ; কোথায় আবার যাব); অধিকন্তু (সে-ই পারবে,তুমি আবার কেন)[৫]

সরল বাঙ্গালা অভিধান : পুনর্বার, পুনরায়, ফের, বারদিগর, আরও, পুনশ্চ, ; সন্দেহে ; পক্ষান্তরে।[৬]

সংসদ বাংলা অভিধান : ১পুনর্বার, পুনরায়, (একবার গেছ তো কী হয়েছে, আবার যাও) ; ২ অধিকন্তু, উপরন্তু (গরিব, আবার বদখেয়ালি) ৩ অনিশ্চয়তা বা অবিশ্বাস বোঝাতে ও নেতিমূলক প্রশ্নে (দরিদ্রের আবার সুখশান্তি; তার মতো লোক আবার সাহায্য করবে ; কী আবার করব)[৭]

The Modern Bengali Dictionary For Non-Bengali Readers

আবার১ adv. Again, once more, and also moreover, besides

ābār eseche āsadh ākas cheye The monsoon has arrived again casting the sky.

আবার২ ind. expressing : uncertainty or negation or distrust or

Interrogation[৮]

Unique World Dictionary:

আবার adv. --- once more ; moreover and also; again (আবার যদি ইচ্ছা কর)
Interj. --- expressing uncertainty or distrust or negation
(পঙ্গুর আবার গিরিলঙ্ঘনের চেষ্টা, চিরদুঃখীর আবার আনন্দ। ডাকাতকে আবার ঘরে আনা)

বিভিন্ন অভিধান পর্যালোচনা করে 'আবার' এর বিভিন্ন প্রয়োগকে মূলত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। এই শব্দের প্রাথমিক অর্থ পুনর্বার বা দ্বিতীয়বার । বিভিন্ন অভিধানপ্রণেতা এই শব্দের প্রয়োগের যেমন শ্রেণিবিন্যাসই করুন না কেন বা তাঁদের উদাহরণের সংখ্যা যাই হোক না কেন এর প্রাথমিক অর্থ নিয়ে কোন মতভেদ নেই। প্রত্যেকেই 'পুনর্বার' বা তার এক বা একাধিক সমার্থক শব্দ (ইংরাজিতে again) দিয়ে 'আবার'এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বাস্তবিক শব্দটি শোনামাত্র যে কোন বাংলাভাষীর মনে আসবে এর পুনরাবৃত্তিনির্দেশক ভূমিকার কথা। যে অভিধানে একটিমাত্র প্রয়োগ দেখানো হয়েছে সেখানে এই প্রয়োগটিই দেখানো হয়েছে।

এরপর অধিকাংশ অভিধানেই 'আবার'এর একটি অর্থ বলা হয়েছে 'উপরন্তু' (বা কোন সমার্থক শব্দ, ইংরাজিতে moreover, and also)।

এছাড়া 'আবার'এর অন্যান্য প্রয়োগ বিভিন্ন অভিধানে যেভাবে দেখানো হয়েছে তাতে বোঝা যায় যে এই প্রয়োগগুলিকে অভিধানপ্রণেতারা অনেক কম গুরুত্ব দিয়েছেন, অনেকেই এই প্রয়োগগুলিকে গৌণ বা প্রান্তিক বলে বিবেচনা করেছেন। কেউ পূর্বোক্ত দুটি প্রয়োগের বাইরে অন্য প্রয়োগের একটিমাত্র ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন; কেউ আবার একাধিক ক্ষেত্র চিহ্নিত করলেও কোন উদাহরণ দেন নি। এই শ্রেণিভুক্ত 'আবার' বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয় --- এটি ব্যবহার না করলেও বাক্যের অর্থগত কোন পরিবর্তন ঘটে না, কেবল অনুভূতির সূক্ষ্ম তারতম্য ঘটে।

একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে উক্ত অভিধানসমূহে প্রদত্ত বিভিন্ন শ্রেণির উদাহরণগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন বা পরস্পর অসম্পৃক্ত; এদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোন যোগসূত্র ধরা পড়ে না।

আলোচনা

এই নিবন্ধটি আমরা মূল দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছি। পর্যায়বিভাগের মাপকাঠি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানসংখ্যা। এই 'ক্রিয়া' প্রসঙ্গে একটি কথা প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন নয়তো বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। এই নিবন্ধে "ক্রিয়া" শব্দটি আমরা action অর্থে বা ঘটনার সমার্থক অর্থে ব্যবহার করেছি ; verb অর্থে "ক্রিয়াপদ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য ক্রিয়া বা ঘটনা অর্থে "আবার" যুক্ত ক্রিয়াপদের দ্বারা নির্দিষ্ট ক্রিয়া বা ঘটনা বোঝান হয়েছে।

নিবন্ধের প্রথম অংশের প্রতিটি উদাহরণবাক্যেই আলোচ্য ক্রিয়া বা ঘটনার পুনরাবৃত্তি নির্দেশ করা হয়েছে --- অর্থাৎ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানসংখ্যা দুই । দ্বিতীয় পর্যায়ের উদাহরণগুলিতে আলোচ্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠানসংখ্যা এক। আমরা আগেই বলেছি আমাদের লক্ষ্য এই বিভিন্ন প্রয়োগের অন্তর্নিহিত ঐক্য তুলে ধরা। এছাড়াও আলোচনার

সময় আমরা দেখব এই সমস্ত প্রয়োগের ক্ষেত্রে, বিশেষত আলঙ্কারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শর্ত আছে কিনা।

পুনরাবৃত্তিনির্দেশক 'আবার'

এই প্রযোগের যথেষ্ঠ সংখ্যক উদাহরণ আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি। এই অংশে আমরা দেখব এই প্রযোগের কোন শর্ত আছে কিনা। বিবৃতিমূলক, বিস্ময়বোধক, অনুজ্ঞা ও প্রশ্নবাক্য ---- সব ধরণের বাক্যেই পুনরাবৃত্তিনির্দেশক 'আবার'এর ব্যবহার সম্ভব।

বিবৃতিমূলক বাক্যে :

১) ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
২) আজ বিকেলে প্রদীপ আবার এসেছিল।

বিস্ময়বোধক বাক্যে :

৩) তুমি আবার এসেছ !
৪) ও একই ভুল আবার করল !

অনুজ্ঞাবাক্যে :

৫) লেখাটা হয় নি, আবার লেখ।
৬) টেলিফোনে আওয়াজ হচ্ছে , কী বললে শুনতে পেলাম না, আবার বল।

প্রশ্নবাক্যে :

৭) তুমি বইটা আবার নেবে ?
৮) আপনি ডিভিডি ফিল্মটা আবার দেখবেন ?

উল্লেখ্য, বাক্যগুলি সমস্তই সদর্থক। পুনরাবৃত্তিনির্দেশক 'আবার'এর প্রযোগের এটি একটি আবশ্যিক শর্ত। নঞর্থক বাক্যে রূপান্তরিত করতে হলে "আবার" এর স্থানে "আর" বসবে।

৯) আমি কালকে আবার আসব। → → আমি কালকে আর আসব না।
১০) আবার যাও। → → আর যেও না।

চক্রাকার আবর্তননির্দেশক 'আবার'

পূর্ববর্তী উদাহরণগুলির মত পরবর্তী দুটি উদাহরণেও ঘটনার পুনরাবৃত্তি নির্দেশ করা হয়েছে। পার্থক্য এই যে আগের উদাহরণগুলিতে একক ঘটনার পুনরাবৃত্তি নির্দেশ করা হয়েছিল আর এবারের উদাহরণগুলিতে আলোচ্য ঘটনাটিকে অন্য আর একটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে উপস্থাপনা করা হয়েছে।

১১) এখানে গরমকালে প্রচণ্ড গরম, শীতকালে আবার প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

১২) ঈশ্বর নিরাকার, আবার ভক্তের ডাকে তিনি সাকার।

এগার নং উদাহরণে কেবলমাত্র "ঠাণ্ডা পড়া"র পুনরাবৃত্তি নয়, সেইসঙ্গে "গরম পড়া"রও পুনরাবৃত্তি ঘটছে। পরের উদাহরণে শুধু ঈশ্বরের সাকার রূপ ধারণেরই নয়, তার নিরাকার থাকারও পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

উল্লেখ্য এই দুটি উদাহরণেই একটা বৈপরীত্য ধরা পড়ে। দুটি ক্ষেত্রেই "আবার"এর স্থানে "কিন্তু" বলা যায়। কিন্তু শুধুমাত্র দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য উপস্থাপনার জন্য 'আবার'এর প্রয়োগ করা যায় না। বার নং উদাহরণের স্থানে আমরা বলতে পারি না :

১৩) *ছাত্রটি মেধাবী আবার অলস।

১৪) *সুরেশের কোন ডিগ্রি ডিপ্লোমা নেই , আবার খুব ভালো কাজ করে।

বার নং উদাহরণে ঈশ্বরের এই দুই রূপের প্রকাশকে দুটি ভিন্ন মুহূর্তে অনুষ্ঠিত দুটি ঘটনা বলে কল্পনা করা যায়। কিন্তু তের, চৌদ্দ নং উদাহরণদুটিতে তা সম্ভব নয়। ঈশ্বর একবার নিরাকার, আর এক মুহূর্তে সাকার। কিন্তু বলা যাবে না ছাত্রটি একবার মেধাবী, অন্য এক মুহূর্তে অলস। একইভাবে আমরা বলতে পারি না প্রথমবার সুরেশের ডিগ্রি ডিপ্লোমা নেই, আর দ্বিতীয়বার সে ভাল কাজ করে। সুরেশ অথবা ওই ছাত্রটির মধ্যে দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে বর্তমান। সহাবস্থানের ক্ষেত্রে "আবার" এর প্রয়োগ সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে "আবার"এর স্থানে ''কিন্তু'' বসবে। ''আবার'' এর প্রয়োগে একটা কালগত বিবর্তনের রূপ ধরা পড়ে।

একবার অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে 'আবার' এর ব্যবহার

নিবন্ধের এই অংশে আমাদের উদ্দেশ্য একবার অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার জন্য পুনরাবৃত্তিদ্যোতক 'আবার'এর প্রয়োগ ব্যাখ্যা করা। যদিও আমরা আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি একবার অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার উদাহরণ, কোন কোন নমুনাবাক্যে দ্ব্যর্থবোধকতার অবকাশ থেকে গেছে। কোথাও কোথাও দেখা যাবে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানসংখ্যা একও হতে পারে, আবার দুইও হতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে সঠিক সংখ্যা জানতে হলে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভাষাতিরিক্ত জ্ঞানের (extra linguistic knowledge) প্রয়োজন। নিবন্ধের এই অংশে সব ক্ষেত্রেই আলোচ্য ঘটনাটি একবারমাত্র ঘটেছে ধরে নিয়েই আমরা আমাদের বিশ্লেষণ চালিয়ে যাব।

নিবন্ধের এই পর্বটি আমরা উদাহরণবাক্যের প্রকৃতি অনুসারে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথমে আমরা বিবৃতিমূলক ও বিস্ময়বোধক নমুনাবাক্য বিশ্লেষণ করেছি, দ্বিতীয় অংশে স্থান পেয়েছে অনুজ্ঞাবাক্য এবং শেষ অংশে আমরা বেছে নিয়েছি প্রশ্নবাক্য।

বিবৃতিমূলক ও বিস্ময়বোধক বাক্যে 'আবার'

অনুভূতিদ্যোতক 'আবার'

নিবন্ধের এই অংশের আলোচনায় আমরা দেখব বিভিন্ন উদাহরণে 'আবার'এর প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বক্তার অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই অংশের প্রথম দুটি উদাহরণে বক্তার দিক থেকে প্রবল অনিচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে।

১৫) আমি এখন আবার বাজারে যাব!

১৬) এস না আমরাই কাজটা করি। শ্যামলকে আবার ডাকব, ও আবার আসবে, আবার ওকে সব বোঝাতে হবে ! তার চেয়ে তুমি আমি মিলে যা পারি তাই করি।

পনের নং উদাহরণে এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে বক্তা ইতিপূর্বেই বাজারে গেছে, সে পুনরায় যেতে অনিচ্ছুক। কিন্তু এমনও যদি হয় যে সারাদিনে এর আগে সে একবারও বাজারে যায় নি, তাকে এই প্রথমবার বাজারে যেতে অনুরোধ করা হয়েছে, তাহলেও সে 'আবার' -যুক্ত ওই বাক্যটির মাধ্যমে তার প্রবল অনীহা ব্যক্ত করতে পারে। এইক্ষেত্রে 'আবার' শব্দের ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে এই মুহূর্তে কাজটি বক্তা অত্যন্ত কঠিন বা শ্রমসাধ্য বিবেচনা করছে। 'যাওয়া' ক্রিয়াটি একবারই ঘটবে, কিন্তু বক্তাকে তার জন্য যেন দ্বিগুণ প্রয়াস করতে হবে। সংখ্যাগত বিচারে 'যাওয়া' একবার ঘটলেও পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা (প্রচণ্ড বৃষ্টি, প্রখর রৌদ্র .....) অথবা বক্তার দিক থেকে কোন অসুবিধার (ক্লান্তি, বাড়ি থেকে বাজারের দূরত্ব...) কারণে বক্তার কাছে তা দুবার যাওয়ার সামিল।

এই উদাহরণের সঙ্গে পরবর্তী ষোল নং উদাহরণের পার্থক্য এই যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একক ঘটনার পরিবর্তে আলোচ্য ঘটনাক্রম। এক্ষেত্রে শ্রোতা চাইছে যে কাজটি করার কথা তার জন্য শ্যামলকে ডাকা হোক, কিন্তু সেটা বক্তার অনভিপ্রেত। এমন হতে পারে শ্যামলকে আগেই ডাকা হয়েছিল, সে এসেছিল, তাকে সব বোঝানো হয়েছিল। আবার এমনও হতে পারে উল্লিখিত ঘটনার কোনটিই ঘটে নি। এক্ষেত্রে বক্তার বক্তব্য যে কাজটি করার কথা, শ্যামলকে ডেকে, তার আসার অপেক্ষা করে, তাকে সব বুঝিয়ে সে কাজটি করতে গেলে প্রচুর সময় নষ্ট হবে। 'আবার' এর প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিটি ক্রিয়াকেই আরও দীর্ঘায়িত রূপে দেখানো হচ্ছে। এই পৌনঃপৌনিক প্রয়োগের ফলে সময় নষ্টের কারণে বক্তার এই অনিচ্ছার মনোভাবের প্রাবল্য প্রকাশ পাচ্ছে।

শুধু অনিচ্ছা বা অনীহাই নয়, 'আবার' এর প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের নেতিবাচক বা ইতিবাচক অনুভূতির (বিরক্তি, ক্রোধ, উষ্মা ... / মুগ্ধতা, পরিতৃপ্তি...) তীব্রতা প্রকাশ করা যায়। নেতিবাচক অনুভূতির আরও উদাহরণ :

১৭) আবার দাঁত বার করে হাসা হচ্ছে !

১৮) আবার মেজাজ দেখাচ্ছে !

১৯) উনি আবার এক গা গয়না পরেছেন !

সতের ও আঠার নং নমুনাবাক্যদুটি যেহেতু ভাববাচ্যে তাই বক্তার মন্তব্যের লক্ষ্য তৃতীয় কোন ব্যক্তি অথবা শ্রোতা স্বয়ং হতে পারে। উনিশ নং উদাহরণে বাক্যের কর্তা প্রথমপুরুষ হলেও শ্রোতার উদ্দেশ্যেও ব্যঙ্গ করে এ কথা বলা হয়ে থাকতে পারে। প্রথম দুটি ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে একই মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। প্রথম ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যে আচরণ করেছে, বক্তা মনে করে তাতে তার লজ্জিত বোধ করা উচিত ; অথচ লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে সে এমন নির্লজ্জভাবে হাসায় বক্তা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছে বা প্রচণ্ড ঘৃণা অনুভব করছে। পরবর্তী উদাহরণটিতেও উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তেমন কোন গর্হিত আচরণ করেছে; তারপর চুপ করে থাকার বদলে সে মেজাজ দেখানোয় বক্তা উষ্মা অথবা ঘৃণা অনুভব করছে। শেষ উদাহরণটিতে বক্তা বলতে চাইছে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে এক গা গয়না পরে অত্যন্ত হাস্যকর দেখাচ্ছে। ইতিবাচক অনুভূতির উদাহরণ :

২০) বিকাশ আবার গান গায় !

২১) এই হোটেলটায় আবার সুইমিং পুল আছে।

কুড়ি নং উদাহরণে বক্তা বিকাশের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ বা উচ্ছ্বসিত। তার সেই অনুভূতি সে শ্রোতার মধ্যেও সঞ্চারিত করতে চায়। 'আবার'এর প্রয়োগে এই সপ্রশংশ মনোভাবের গভীরতা প্রতিফলিত । একই ভাবে বক্তা ছুটি কাটাতে এসে তার পছন্দের হোটেলে সুইমিং পুল আছে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত।

অবশ্য এই উদ্রিক্ত অনুভূতি ইতিবাচক না নেতিবাচক তা বোঝার জন্য অনেক ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভাষাতিরিক্ত জ্ঞানের প্রয়োজন হতে পারে। কুড়ি নং উদাহরণে যেমন বক্তার মুগ্ধতা প্রকাশ পেতে পারে, তেমনি সম্পূর্ণ অবিশ্বাসও প্রকাশ পেতে পারে। এমনও হতে পারে বক্তা জানে যে বিকাশের গলা বেসুরো , তারপরও সে গান গেয়ে থাকে এবং এই কারণে বক্তা তাকে তীব্রভাবে বিদ্রুপ করছে। 'আবার'এর এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষণ (বা ক্রিয়াবিশেষণ) অথবা বিশেষণীয় পদগুচ্ছের অনুপস্থিতিতে দ্ব্যর্থবোধকতার অবকাশ থেকে যায়। কুড়ি নং উদাহরণটির পুনর্লিখিত রূপটি নিয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না।

২০ক) বিকাশ আবার খুব ভালো গান গায়।

পূর্ববর্তী ঘটনার সঙ্গে সংযোগনির্দেশক 'আবার'

এই অংশে আমাদের আলোচ্য ঘটনাটির সঙ্গে পূর্ববর্তী কোন ঘটনার যোগসূত্র স্পষ্ট। ঘটনাযুগলের সম্বন্ধের প্রকৃতি অনুসারে আলোচনার এই অংশটিকে দুটি উপপর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ঘটনাটি কোন সংযোজন ঘটায়; 'উপরন্তু' বা 'তার উপর' অর্থে 'আবার'এর প্রয়োগ ঘটেছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুটি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান।

উপরন্তু অর্থে 'আবার'

'আবার'এর এই প্রয়োগের কথা সব অভিধানে রয়েছে। এই প্রয়োগের কিছু উদাহরণ :

২২) সারাদিন লেখাপড়ার নাম নেই, এখন সন্ধ্যাবেলায় আবার সিনেমায় যাওয়া হচ্ছে !

২৩) এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই, আবার বড় বড় কথা !

২৪) বিজয় ফুটবল খেলে, আবার গানও গায়।

২৫) আমাদের এই নূতন বাড়িটা একেবারে মনের মত হয়েছে। নিরিবিলি পরিবেশ, আবার শহর থেকেও খুব দূরে নয়।

বাইশ নং উদাহরণে সিনেমায় যাওয়ার ঘটনাটি একবারই ঘটেছে --- এই ব্যাপারে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। তেইশ নং উদাহরণে বড় বড় কথা বলার ঘটনা একাধিকবার ঘটে থাকতে পারে, আবার শুধু একবারই

ঘটে থাকতে পারে --- দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিই আমাদের আলোচ্য। প্রতিটি উদাহরণেই প্রথম ঘটনাটি ঘটাতে যে অনুভূতির সঞ্চার হয়েছে, দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটায় তা তীব্রতর হয়ে উঠেছে। সঞ্চারিত অনুভূতি প্রথম দুটি উদাহরণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক (ক্রোধ, ঘৃণা...) পরবর্তী দুটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক (মুগ্ধতা, পরিতৃপ্তি...) অধ্যয়নবিমুখ ছাত্রটি সারাদিন পড়াশোনা না করাতে অভিভাবকের মনে যে ক্রোধের উদ্রেক হয়, সন্ধ্যাবেলা সে সিনেমায় যাওয়াতে তা আরও বৃদ্ধি পায়। পরের উদাহরণটিতে শ্রোতা (অথবা অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি) উপার্জনে অক্ষম হওয়ায় নিজেকে উপহাসের পাত্র করে তুলেছে, এরপর তার বাগাড়ম্বরের ফলে সে আরও বেশি হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছে। চব্বিশ নং উদাহরণে ভাল ফুটবল খেলা বিজয়ের একটি প্রশংসনীয় গুণ, এর পর গান গাওয়ার জন্য সে আরও বেশি প্রশংসার যোগ্য হয়ে উঠেছে। শেষ উদাহরণে বক্তা নিরিবিলি পরিবেশে একটি বাড়ি পেয়ে খুব খুশি, সেইসঙ্গে বাড়িটি শহর থেকে কাছে হওয়ায় সে আরও খুশি। সুতরাং দ্বিতীয় ঘটনাটি দুবার না ঘটলেও ইতিপূর্বে উদ্রিক্ত অনুভূতির তীব্রতা সে যেন দ্বিগুণ করে তুলেছে। ঘটনার অনুষ্ঠানসংখ্যা নয়, পুনরাবৃত্তিদ্যোতক 'আবার' এক্ষেত্রে সঞ্চারিত অনুভূতির মাত্রা নির্দেশ করছে --- সেই অনুভূতি নেতিবাচক বা ইতিবাচক যাই হোক না কেন। পূর্ববর্তী অংশের উদাহরণগুলিতেও (এগার থেকে একুশ) আমরা 'আবার'এর প্রয়োগের একই ব্যাখ্যা দিয়েছি : অনুভূতির তীব্রতা নির্দেশ। পার্থক্য এই যে বর্তমান অংশের উদাহরণগুলির প্রত্যেকটিতে আলোচ্য ঘটনাটি সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আর একটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই তীব্রতা বাড়িয়ে তুলেছে।

অনুষ্ঠানসংখ্যার বিচারেও এক অর্থে এই পুনরাবৃত্তিনির্দেশক শব্দের প্রয়োগ ব্যাখ্যা করা যায়। বাইশ নং উদাহরণে 'পড়াশোনা না করা' এবং ' সিনেমায় যাওয়া' দুটি স্বতন্ত্র ঘটনা হলেও দুইয়ের মধ্যে একটা চারিত্রিক ঐক্য রয়েছে ; বলা যায় দুটিই অনভিপ্রেত ঘটনা। দুটি ঘটনার এই প্রকৃতিগত ঐক্যের ভিত্তিতে আমরা 'সিনেমা যাওয়া' ঘটনাটিকে দ্বিতীয় একটি পৃথক ঘটনা না ভেবে 'অবাঞ্ছিত ঘটনা'র পুনরাবৃত্তি বলে ভাবতে পারি। তেইশ নং উদাহরণে 'বড় বড় কথা বলা' ঘটনাটিকেও একইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। চব্বিশ ও পঁচিশ নং উদাহরণের প্রত্যকটি ঘটনাকে 'আনন্দদায়ক' বা 'সন্তোষজনক' বলা যেতে পারে। সেই একই যুক্তিতে 'বিজয়ের গান গাওয়া' অথবা 'বাড়িটি শহর থেকে দূরে হওয়া --- এই দুটি ঘটনার প্রত্যেকটিকেই 'আনন্দদায়ক ঘটনা'র পুনরাবৃত্তি বলে ভাবা যেতে পারে।

এই বিশ্লেষণের আলোকে 'আবার'এর এই প্রয়োগকে একইসঙ্গে গুণগত ও সংখ্যাগত বলে চিহ্নিত করতে পারি।

কার্যকারণ সম্বন্ধ ও আবার

এই অংশের প্রত্যেকটি উদাহরণে বক্তা তার বক্তব্য জানিয়ে সেই বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তির অবতারণা করছে। বক্তা প্রথমে তার ভবিষ্যৎ বা অতীত আচরণের কথা জানাচ্ছে অথবা শ্রোতাকে কোন আদেশ বা অনুরোধ করছে ; তার কারণ সে 'আবার'-যুক্ত বাক্যের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করছে।

২৬) অনেক রাত হয়ে গেছে, আমি এবার উঠি; কালকে আবার খুব সকালে বেড়িয়ে যেতে হবে।

২৭) রমেনবাবু আসছেন শুনে আমি তাড়তাড়ি বাজারে চলে গেলাম ; উনি আবার মাছ ছাড়া খেতে

পারেন না।

২৮) কাজটা মন দিয়ে কর। একটু ভুল হলে মালিক আবার কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে।

২৯) কালকের অনুষ্ঠানটা যে হচ্ছে না সেটা আমাদের সদস্যদের ফোন করে জানিয়ে দাও। ওঁরা আবার এত দূর থেকে এসে ফিরে যাবেন।

প্রতিটি উদাহরণেই দুটি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধটি সুস্পষ্ট। বক্তার বিদায় নিতে চাওয়া, বক্তার বাজারে যাওয়া, শ্রোতাকে মন দিয়ে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া, ফোনে সদস্যদের খবর দেওয়ার নির্দেশ – এই ঘটনাগুলির কারণ যথাক্রমে পরদিন খুব সকালে বেড়োনোর প্রয়োজন, রমেনবাবুর মাছ ছাড়া খেতে না পারা, মালিকের রগচটা স্বভাব, সদস্যদের অযথা হয়রানির সম্ভাবনা। অবশ্যই 'আবার'এর প্রয়োগ এই কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্দেশ করছে না ; শব্দটি বাদ দিলেও এই সম্বন্ধটি অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু 'আবার'এর উপস্থিতির জন্য কারণনির্দেশক ঘটনাটি বাড়তি গুরুত্ব লাভ করছে। ছাব্বিশ নং উদাহরণে 'বেড়িয়ে যাওয়া'র ঘটনাটি সংখ্যার বিচারে দুবার নয়, একবারই ঘটবে, কিন্তু বক্তা বিশেষভাবে (যেন দ্বিগুণ গুরুত্ব দিয়ে) সেদিকে শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। ওই ঘটনার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে বক্তা দেখাচ্ছে এখন তার বিদায় নেওয়াটা অপরিহার্য। সাতাশ নং উদাহরণে রমেনবাবুর খাদ্যাভ্যাসকে বক্তা বিশেষ গুরুত্ব দেয় তাই তাঁর আসার খবর শোনামাত্র মাছ আনতে বাজারে যায়। আঠাশ নং উদাহরণে বক্তা শ্রোতাকে মালিকের রগচটা স্বভাবের কথা বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিতে চায় --- ঘটনাটি একবার ঘটবে কিন্তু বক্তা শ্রোতাকে যেন দুবার মনে করিয়ে দিতে চায়। তার উদ্দেশ্য শ্রোতা যেন মন দিয়ে কাজ করার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। উনত্রিশ নং উদাহরণে বক্তা সদস্যদের এখনই ফোন করতে বলছে কারণ সদস্যদের অযথা হয়রানির সম্ভাবনার কথা ভেবে সে উদ্বিগ্ন এবং এর জন্য ব্যবস্থা নেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি বলে সে মনে করছে।

এক্ষেত্রে 'আবার' ক্রিয়ার অনুষ্ঠানসংখ্যার পরিবর্তে তার গুণগত গুরুত্বের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

শ্লেষাত্মক প্রয়োগ

এই অংশের উদাহরণবাক্যগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে সদর্থক বাক্যের মাধ্যমে নঞর্থক বার্তা এবং একইভাবে নঞর্থক বাক্যের মাধ্যমে সদর্থক বার্তা জ্ঞাপন করা হয়েছে। আগে যা বলা হয়েছে বা ভাবা হয়েছে 'আবার'যুক্ত বাক্যের ব্যবহারে সেই সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

৩০) তোমাদের ক্লাবের ছেলেরা আবার দেশের কাজ করবে !

৩১) সুমিত আবার জুডো শিখবে !

৩২) সতীশ আবার মদ খায় না !

৩৩) অতীন আবার কাজে ফাঁকি দেয় না !

তিরিশ নং উদাহরণে ওই ক্লাবের ছেলেদের যে পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে তারা যে দেশের সেবা করবে তা অকল্পনীয়। তারা কখনও যে দেশের কাজ করবে না তা বক্তার বিচারে সন্দেহাতীত। সুমিতের জুডো শেখা, সতীশের মদ না খাওয়া, অতীনের কাজে ফাঁকি না দেওয়া সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। অন্যভাবে বলা চলে

যা বলা হয়েছে তা বাস্তবে ঘটা অসম্ভব এবং এই ব্যাপারে "দ্বিতীয়বার" প্রশ্ন তোলা যায় না। একবার অনুষ্ঠিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুনরাবৃত্তিনির্দেশক 'আবার'এর মূলে ''দ্বিতীয়বার''-এর এই ধারণাটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

এইক্ষেত্রে বাক্যে 'আবার'এর অবস্থান প্রসঙ্গে একটি সংযোজন : নঞর্থক বাক্যে বত্রিশ ও তেত্রিশ নং উদাহরণবাক্যগুলির মত "আবার" ক্রিয়ার আগে বসতে পারে, আবার ক্রিয়ার পরেও বসতে পারে। ওই দুটি উদাহরণগুলির মত পুনর্লিখিত উদাহরণবাক্যদুটিও সমান গ্রহণযোগ্য :

৩২ক) সতীশ মদ খায় না আবার !
৩৩ক) অতীন কাজে ফাঁকি দেয় না আবার।

অপরপক্ষে সদর্থক বাক্যে 'আবার'এর অবস্থান ক্রিয়ার আগেই। তিরিশ ও একত্রিশ নং উদাহরণে 'আবার' যদি ক্রিয়ার পর বসান হয় তাহলে বাক্যগুলি আড়ষ্ট শোনাবে।

৩০ক) *তোমাদের ক্লাবের ছেলেরা দেশের কাজ করবে আবার!
৩১ক) * সুমিত জুডো শিখবে আবার !

অবিশ্বাস ব্যক্ত করতে 'আবার' এর এই প্রয়োগের কথা একাধিক অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সঙ্গে আমরা আরও কিছু উদাহরণ সংযোজন করছি। উপরোক্ত বত্রিশ ও তেত্রিশ নং উদাহরণের মতোই পরবর্তী এই উদাহরণগুলিতেও নঞর্থক বাক্যের মধ্য দিয়ে সদর্থক বার্তা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। এখানেও বক্তার বক্তব্য যে এই বিষয়ে "দ্বিতীয়বার" আর প্রশ্ন করা চলে না। এই উদাহরণগুলি পূর্ববর্তী উদাহরণগুলির থেকে আলাদা নয়। শুধু এখানে বক্তা নির্দিষ্টভাবে শ্রোতার কোন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে । সে শ্রোতার প্রশ্নবাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি করে অসম্পূর্ণ বাক্যে 'আবার' যোগ করে উত্তর দিচ্ছে।

৩৪) --- মলয় কী করে বেড়াচ্ছে ওর বাবা মা জানে না ?
---- জানে না আবার! ওদের প্রশ্রয়েই তো ছেলেটা উচ্ছন্নে গেল।
৩৫) --- তুমি ম্যানেজারকে আমাদের সব সমস্যার কথা খুলে বল নি?
--- বলি নি আবার! উনি সব শুনেও কিছুই করবেন না।
৩৬) --- তোমার ছেলেমেয়েরা খাওয়া নিয়ে গণ্ডগোল করে না ?
--- করে না আবার ! বাড়িশুদ্ধু লোক হিমসিম খেয়ে যায়।

এই উদাহরণগুলিতে শ্রোতা ভাবছে মলয়ের বাবা মা হয়তো জানেন না মলয় কী করছে, বক্তা হয়তো ম্যানেজারকে সমস্যার কথা খুলে বলে নি, বক্তার ছেলেমেয়েরা হয়তো খাওয়া নিয়ে কোন গণ্ডগোল করে না। তার ধারণা দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করে বক্তা বলতে চাইছে মলয়ের বাবা মা তাদের পুত্রের কীর্তির কথা ভালভাবেই জানেন, বক্তা নিজে ম্যানেজারকে সবই জানিয়েছিল, তার ছেলেমেয়েরা খাওয়া নিয়ে খুবই গণ্ডগোল করে। যা জানা থাকার কথা, যা নিয়ে "দ্বিতীয়বার" প্রশ্ন করা যায় না বলেই বক্তার বিশ্বাস, তেমন বিষয়ে প্রশ্ন করাতে বক্তা বিস্মিত। শ্রোতার কথার পুনরাবৃত্তি করায় বক্তার কথাটা যেন ভেঙচি কাটার মত শোনায়। তার ফলে বক্তার দিক থেকে ব্যঙ্গের মনোভাব স্পষ্ট। তার প্রকাশকে তীব্রতর করে তোলে 'আবার'এর উপস্থিতি।

উল্লেখ্য প্রশ্নের উত্তরে 'আবার'এর এই প্রয়োগের একটি শর্ত আছে। এক্ষেত্রে 'আবার'-যুক্ত নঞর্থক বাক্যের মাধ্যমে সদর্থক বার্তা দেওয়া যায় কিন্তু 'আবার'-যুক্ত সদর্থক বাক্যের মাধ্যমে নঞর্থক বার্তা দেওয়া যায় না। ছত্রিশ নং উদাহরণের বিষয়টি একটু বদলে নেওয়া যাক। ধরা যাক শ্রোতা বক্তাকে জিজ্ঞাসা করছে তার ছেলেমেয়েরা ঠিকমত পড়াশোনা করে কিনা এবং বক্তা যদি বলতে চায় যে তারা একেবারেই পড়াশোনা করে না, তখন সে কিন্তু 'আবার'-যুক্ত সদর্থক বাক্য প্রয়োগ করতে পারবে না।

৩৬ক) ---তোমার ছেলেমেয়েরা ঠিকমত পড়াশোনা করে ?
--- * করে আবার !

'আবার'-যুক্ত বাক্যটি ব্যকরণসম্মত নয়।

অনুজ্ঞাবাক্যে 'আবার'

'আবার' এর এই প্রয়োগের কথা পূর্বোল্লিখিত অভিধানগুলির কোনটিতেই বলা হয় নি। এই অংশের উদাহরণগুলিতে বারণ বা নিষেধ করার উদ্দেশ্যে 'আবার'-যুক্ত অনুজ্ঞাবাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে।

৩৭) ওরা ছেলেমানুষ, একটু দুষ্টুমি করেছে, ওই নিয়ে ওদের বকাবকি কোর না আবার।
৩৮) অজয়ের সঙ্গে দেখা হলে কথা বল, ঠিক আছে, তাই বলে ওর বাড়িতে যেও না আবার।
৩৯) এই কথাগুলো বাবাকে বলে দিস না আবার।
৪০) আমি এখনই আসছি, একটু অপেক্ষা করিস, চলে যাস না আবার।

উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে 'আবার' এর প্রয়োগের তাৎপর্য এই নয় যে শ্রোতা আগে যা করেছে তা তাকে দ্বিতীয়বার করতে নিষেধ করা হচ্ছে। আমরা দেখেছি পুনরাবৃত্তিনির্দেশক 'আবার'এর প্রয়োগ শুধুমাত্র সদর্থক বাক্যেই হতে পারে ; তেমন কোন বাক্যকে নঞর্থক বাক্যে রূপান্তরিত করলে 'আবার'এর স্থানে 'আর' বসবে। সাঁইত্রিশ নং উদাহরণটি নেওয়া যাক। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভাষাতিরিক্ত জ্ঞান ছাড়াই বলা যায় যে দুষ্টুমির জন্য অভিযুক্ত ওই শিশুদের এখনও বকাবকি করা শুরু হয় নি, সেই সম্ভাবনা আছে পরবর্তী কোন সময়ে। যদি এমন হত যে ওই শিশুদের বকাবকি করা হয়েছে, (অথবা এখনও বকাবকি করা হচ্ছে) এবং শ্রোতাকে দ্বিতীয়বার এই কাজ করা থেকে নিবৃত্ত করা বক্তার উদ্দেশ্য তাহলে সে বলত

৩৭ক) ..... ওদের আর বকাবকি কোর না।

একইভাবে আটত্রিশ নং উদাহরণ প্রসঙ্গে বলা যায় যদি এমন হত যে শ্রোতা এর আগে অজয়ের বাড়িতে গেছে এবং বক্তা তাকে দ্বিতীয়বার যেতে বারণ করছে তাহলে বলা হত

৩৮ক) ..... ওর বাড়িতে আর যেও না।

এই উদাহরণগুলিতে''আবার'এর প্রয়োগের তাৎপর্য তবে কি? প্রতিটি ক্ষেত্রেই বক্তা আশঙ্কা করছে যে শ্রোতা কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটাবে : শিশুদের তিরস্কার করা, অজয়ের বাড়িতে যাওয়া, বাবাকে গোপন কথা বলে দেওয়া, অপেক্ষা না করে চলে যাওয়া। বক্তা সেই সম্ভাবনা দেখছে ; অন্যভাবে বলা যায় ঘটনাগুলি বক্তার ভাবনায় ঘটেছে। এক্ষেত্রে 'আবার'এর প্রয়োগের উদ্দেশ্য যা ইতিপূর্বে ঘটেছে তা দ্বিতীয়বার ঘটানোর থেকে শ্রোতাকে নিবৃত্ত করা নয়, প্রথমবার বক্তার ভাবনায় যা ঘটেছে, দ্বিতীয়বার বাস্তবে যেন তা না ঘটে সেই জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সেই কারণে শ্রোতাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্র বারণ বা নিষেধ করা যদি বক্তার উদ্দেশ্য হয়, তার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘিত হতে পারে তেমন কোন আশঙ্কা যদি বক্তার মনে না থাকে সেক্ষেত্রে অনুজ্ঞাবাক্যে 'আবার'এর প্রয়োগ ঘটবে না।

'আবার' এর ব্যবহারের আর একটি উদ্দেশ্য নিষেধাজ্ঞাকে দীর্ঘায়িত করা। বাংলাভাষায় ক্রিয়াপদের নঞর্থক অনুজ্ঞার রূপটি নিয়ে দ্ব্যর্থবোধকতার অবকাশ রয়েছে। বর্তমান অনুজ্ঞা (যাও) ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা (যেও) উভয়েরই নঞর্থক রূপ হবে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার ক্রিয়ারূপের সঙ্গে "না" যোগ করে (যেও না)। ফলে ক্রিয়াপদের নঞর্থক রূপটি দেখে নিষেধাজ্ঞা কেবলমাত্র বর্তমান মুহূর্তেই প্রযোজ্য নাকি পরবর্তী সময়েও পালনীয় সেই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। কিন্তু 'আবার'এর প্রয়োগ হতে পারে কেবলমাত্র দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই। অর্থাৎ নঞর্থক অনুজ্ঞাবাক্যে 'আবার'এর সংযোজনের ফলে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ নিয়ে কোন অস্পষ্টতা থাকে না।

সাঁইত্রিশ নং উদাহরণটির অনুজ্ঞাবাক্য থেকে 'আবার' বিযুক্ত করে তার পুনর্লিখিত রূপটি দেখা যাক।

৩৭খ) ওদের বকাবকি কোর না।

এই বাক্যের অর্থ এই হতে পারে যে বক্তা চায় এই মুহূর্তে বক্তার উপস্থিতিতে ওই শিশুদের যেন তিরস্কার না করা হয় (অর্থাৎ পরে করা গেলেও যেতে পারে) । আবার এমনও হতে পারে বক্তা চায় যে শুধু বর্তমান মুহূর্তেই নয়, পরবর্তী সময়ে, বক্তা চলে যাওয়ার পরও যেন তাদের তিরস্কার না করা হয়। দুটি ক্ষেত্রেই একই বাক্য প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু 'আবার' যুক্ত সাঁইত্রিশ নং বাক্যটি প্রযুক্ত হবে কেবল তখনই যখন বক্তা চাইছে যে এখনই নয়, পরবর্তী সময়ে তার অনুপস্থিতিতেও যেন তার নির্দেশ লঙ্ঘন না করা হয়। পরবর্তী তিনটি উদাহরণবাক্যেও 'আবার'এর একই ভূমিকা। পক্ষান্তরে যেখানে শ্রোতা বক্তার উপস্থিতিতে যা করছে তার থেকে তাকে নিবৃত্ত করাই বক্তার উদ্দেশ্য সেখানে 'আবার'এর ব্যবহার ঘটবে না। ধরা যাক শ্রোতা বক্তাকে উত্ত্যক্ত করছে বা চিৎকার করছে তখন তাকে বারণ করতে কখনই বলা হবে না ;

৪১) * বিরক্ত কোর না আবার।
৪২) * জ্বালাতন কোর না আবার।
৪৩) * চিৎকার কোর না আবার।

নঞর্থক অনুজ্ঞাবাক্যে 'আবার' ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি নির্দেশ করে না, তার মেয়াদকে বাড়িয়ে তোলে।

উল্লেখ্য এই প্রয়োগ হতে পারে কেবলমাত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্যই। সদর্থক অনুজ্ঞাবাক্যে 'আবার'এর এই প্রয়োগ হয় না। আমরা বলতে পারি :

৪৪) এই দরকারি কাগজপত্রগুলো হারিয়ে ফেলো না আবার।
৪৫) সবকিছু ভালভাবে না পড়ে সই কোর না আবার।
৪৬) বেড়োনোর আগে সব দরজা জানালা বন্ধ করতে ভুলে যেও না আবার।

কিন্তু আমরা বলতে পারি না :

৪৪ক) * এই দরকারি কাগজপত্রগুলো যত্ন করে রেখো আবার।
৪৫ক) * সই করার আগে সবকিছু ভালভাবে পড়ে নিও আবার।
৪৬ক) * বেড়োনোর আগে সব দরজা জানালা মনে করে বন্ধ কোর আবার।

সদর্থক অনুজ্ঞাবাক্যে 'আবার'এর প্রয়োগ শুধুমাত্র পুনরাবৃত্তিনির্দেশক।

প্রশ্নবাক্যে 'আবার'

এই অংশের প্রশ্নবাক্যগুলিকে আমরা দুটি ভাগে বিভক্ত করেছি। প্রথমে আমরা বেছে নিয়েছি প্রশ্নবোধক শব্দবিহীন নমুনাবাক্য --- অর্থাৎ যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' অথবা 'না'। এরপর আমদের আলোচনার বিষয় হবে প্রশ্নবোধক শব্দযুক্ত নমুনাবাক্য --- যেখানে প্রশ্ন ক্রিয়াসম্পাদনের স্থান, কাল, পাত্র, ইত্যাদি সংক্রান্ত।

প্রশ্নবোধক শব্দবিহীন প্রশ্নবাক্য

আমরা এই অংশের আলোচনা শুরু করছি নিম্নোক্ত দুটি নমুনাবাক্য দিয়ে :

৪৭) তুমি আবার বাজারে যাবে ?
৪৮) অমিতকে আবার ডাকব ?

পনের ও ষোল নং উদাহরণদুটির যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল সেই ব্যাখ্যাই এখানে প্রযোজ্য। পূর্বোক্ত উদাহরণদুটি বিস্ময়বোধক বাক্য, বর্তমানে আলোচ্য সাতচল্লিশ ও আটচল্লিশ নং নমুনাবাক্যদুটি প্রশ্নবোধক এটাই পার্থক্য। দুটি ক্ষেত্রেই বক্তার বিবেচনায় উক্ত কার্যটি অত্যন্ত কঠিন বা শ্রমসাধ্য। সাতচল্লিশ নং উদাহরণে শ্রোতার যাওয়ার কথা উঠেছে তখন সম্ভবতঃ প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে অথবা প্রখর রোদ অথবা বাজার অনেক দূরে বা যাওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কোন বাধা আছে। আটচল্লিশ নং উদাহরণেও অমিতকে ডাকার ক্ষেত্রে কোন না কোন বাধা আছে --- তার বাসস্থানের দূরত্ব, তাকে খবর দেওয়ার অসুবিধা, তার সঙ্গে বক্তা ও তার সঙ্গীদের খুব ভাল সম্পর্ক না থাকা, ইত্যাদি। যে ঘটনা একবারই ঘটবে, পারিপার্শ্বিক বাধা কাটিয়ে উঠতে হবে

বলে মনে হচ্ছে যেন ঘটনাটি দুবার ঘটানো হবে। উক্ত ঘটনাটি দ্বিতীয়বার ঘটবে কিনা সেটা বক্তার জিজ্ঞাস্য নয়, তার জিজ্ঞাস্য সব পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা (যেন দ্বিগুণ বাধা)অতিক্রম করে ঘটনাটি ঘটবে কিনা।

প্রশ্নবোধক শব্দযুক্ত প্রশ্নবাক্য

এই অংশের প্রশ্নবাক্যগুলিকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে প্রশ্নবাক্য ব্যবহার করে বক্তা কিছু জানতে চাইছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রশ্নবাক্য প্রয়োগ করা হলেও বক্তার প্রকৃতপক্ষে কোন জিজ্ঞাস্য নেই।

আমরা এই নিবন্ধ শুরু করেছিলাম 'আবার' যুক্ত একটি প্রশ্নবাক্য দিয়ে --- যেখানে বক্তার যথার্থ কোন জিজ্ঞাস্য ছিল : ' কে আবার বাজায় বাঁশি'। তেমন আরও কিছু উদাহরণ :

৪৯) এত রাতে আবার কে এল ?
৫০) তোমার আবার কী চাই ?
৫১) তুই আবার এই ঝামেলায় জড়াতে গেলি কেন ?
৫২) সুজিত আবার কোথায় গেল ?
৫৩) নবীন আবার কবে চাকরি পেল ?
৫৪) এ আবার কে?
৫৫) এটা আবার কি ?

'কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জবনে' --- শুরুতেই আমরা এই প্রশ্নবাক্যে 'আবার'এর প্রয়োগের ব্যাখ্যা দিয়েছি। শুধুমাত্র বংশীবাদক কে একথা জানাই কবির উদ্দেশ্য নয়, তিনি এই কথা ভেবে বিস্মিত যে এই ভাঙা কুঞ্জবনে কেউ বাঁশি বাজাতে পারে। উপরোক্ত উদাহরণগুলির ক্ষেত্রেও এই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে রয়েছে বিস্ময়। বিস্ময়ের কারণ এক একটি ক্ষেত্রে এক এক রকম। উনচল্লিশ নং উদাহরণে বক্তা বাইরে কারও পায়ের শব্দ শুনে বা দরজায় কলিং বেলের আওয়াজ শুনে বিস্মিত কারণ তখন অনেক রাত হয়ে গেছে, সেই সময়ে কারও আসা প্রত্যাশিত নয়। পঞ্চাশ নং উদাহরণে বক্তা কেবল শ্রোতার চাহিদা নিয়ে প্রশ্ন করছে তা নয়, সে মনে করেছিল শ্রোতার আর কিছু চাওয়ার থাকতে পারে না। তাই সবিস্ময়ে সে জানতে চাইছে তার চাওয়ার কী থাকতে পারে। একান্ন নং উদাহরণে বক্তা মনে করছে যে শ্রোতার ওই ঝামেলায় জড়ানো উচিত হয় নি; এমন হতে পারে যে বক্তা শ্রোতাকে অত্যন্ত নিরীহ মানুষ বলেই জানে, সে যে কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারে তা তার পক্ষে অভাবনীয়। বাহান্ন নং উদাহরণে বক্তা মনে করছে সেই সময়ে সুজিতের সেখানে থাকা উচিত ছিল ; এমন হতে পারে একটু আগেও সে বক্তার কাছেই ছিল, এই মুহূর্তে তাকে দেখতে না পেয়ে বক্তা বিস্মিত। তিপ্পান্ন নং উদাহরণে সম্ভবতঃ নবীন দীর্ঘদিন বেকার ছিল, বক্তার হয়ত ধারণা ছিল সে এখনও বেকার। এতদিন তার চাকরি পাওয়ার কথা জানতে পারে নি ভেবে সে বিস্মিত। চুয়ান্ন নং উদাহরণে বক্তা কেবলমাত্র একজন অপরিচত ব্যক্তির পরিচয় জানতে চাইছে না; 'আবার'এর উপস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ওই স্থানে ওই মুহূর্তে উক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি বক্তার কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। এমন হতে পারে অপরিচিত ওই ব্যক্তিকে দেখামাত্র বক্তার মনে বিরূপ মনোভাবের সঞ্চার হয়েছে। লক্ষণীয় এইক্ষেত্রে সাধারণতঃ নেতিবাচক

মনোভাবই প্রকাশ পায়। অপরিচিত কোন ব্যক্তিকে দেখে বক্তা যদি মুগ্ধ হয়ে যেত তাহলে ওই প্রশ্নবাক্যটি প্রয়োগ করা হত না। সেই কারণে নিম্নোক্ত প্রশ্নবাক্যটি ব্যকরণগত বিচারে শুদ্ধ হলেও গ্রহণযোগ্য নয়

৫৪ক) ? ওই সুপুরুষ ভদ্রলোক / সুন্দরী ভদ্রমহিলা আবার কে?

পঞ্চান্ন নং উদাহরণে একটি অপরিচিত বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন। আবার এমনও হতে পারে যে সেটি একটি পরিচিত বস্তু কিন্তু ওই মুহূর্তে ওই স্থানে বস্তুটির থাকার কথা নয়। বস্তুটি কোন না কোন ভাবে বিস্ময়ের উদ্রেক করছে।

উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, প্রশ্নবাক্যে 'আবার' এর প্রকৃতিনির্ধারণে শ্বাসাঘাতের (stress) একটা ভূমিকা আছে। উপরোক্ত উদাহরণবাক্যগুলির মধ্যে ক্রিয়াপদহীন শেষদুটি বাক্য বাদ দিলে প্রতিটিতেই 'আবার' এর ভূমিকা পুনরাবৃত্তিনির্দেশকও হতে পারে। 'আবার' যদি বিস্ময়বোধক শব্দ হয় তবে শ্বাসাঘাত পড়বে প্রশ্নবোধক শব্দের উপর। পুনরাবৃত্তিনির্দেশক হলে শ্বাসাঘাত পড়বে 'আবার'এর প্রথম দল (syllable) 'আ'র উপর। উনপঞ্চাশ নং উদাহরণটি আবার দেখা যাক। 'আবার'এর উপর শ্বাসাঘাত না পড়ে যদি প্রশ্নবোধক 'কে'র উপর পড়ে তার অর্থ একবারই একজন এসেছে কিন্তু রাত অনেক হওয়াতে বক্তা বিস্মিত। যদি 'আবার'এর উপর শ্বাসাঘাত পড়ে তার অর্থ হবে এই রাতে এর আগে কেউ এসেছিল, এবার আর একজন এসেছে। বক্তার জিজ্ঞাস্য কে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি। তিপ্পান্ন নং উদাহরণ পর্যন্ত প্রতিটি বাক্যেই শ্বাসাঘাতের একই ভূমিকা। বিস্ময়বোধক 'আবার' শ্বাসাঘাতহীন (unstressed) এবং পুনরাবৃত্তিনির্দেশক 'আবার' শ্বাসাঘাতযুক্ত (stressed)।

এবার আমরা যে উদাহরণগুলি দেখব সেখানে বক্তার কোন প্রশ্নই নেই।

৫৬) --- এই সমস্ত জিনিষপত্র কে লণ্ডভণ্ড করে রেখেছে?
--- কে আবার ? তোমার গুণধর ছেলে।
৫৭) --- সতীশবাবু তোমাকে অতক্ষণ ধরে কী বলছিলেন?
--- কী আবার বলবেন? নিজের গুণকীর্তন করছিলেন।
৫৮) --- বিনয় কোথায় গেছে?
--- কোথায় আবার যাবে? মোড়ের চায়ের দোকানে আড্ডা মারছে।
৫৯) --- তপন ফেল করল কেন?
--- কেন আবার? প্রতিদিন শুধু বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে আর সিনেমা দেখে কাটিয়েছে তাই।
৬০) --- বন্দীরা জেল থেকে পালাল কিভাবে?
--- কিভাবে আবার? রক্ষীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রোতার প্রশ্নের উত্তরে তারই ব্যবহৃত প্রশ্নবোধক শব্দটির সঙ্গে 'আবার' যোগ করে বক্তা উত্তর দেওয়ার আগে আর একটি প্রশ্নবাক্য রচনা করছে। বক্তা মনে করছে এই প্রশ্নের উত্তর সকলেরই জানা (বা জানা থাকা উচিত), এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকতেই পারে না। অন্যভাবে বলা যায় এই নিয়ে "দ্বিতীয়বার" প্রশ্ন করা চলে না। শ্লেষাত্মক প্রয়োগের ক্ষেত্রে (তিরিশ থেকে ছত্রিশ নং উদাহরণ) আমরা যা দেখেছিলাম, এই অংশের উদাহরণগুলিতেও 'আবার'এর প্রয়োগের ভিত্তি "দ্বিতীয়বার"এর সেই ধারণা।

আমরা এই অংশের পূর্ববর্তী উদাহরণগুলিতে দেখেছি প্রশ্নের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বক্তার মনে বিস্ময়ের রয়েছে। আমাদের বর্তমানে আলোচ্য উদাহরণগুলিতে আলোচ্য বিষয় নিয়ে যে কোন প্রশ্ন থাকতে পারে সেই কথা ভেবে বক্তা বিস্মিত। উভয়ক্ষেত্রেই বিস্ময়ের তীব্রতা ।

উপসংহার

এই নিবন্ধে আলোচিত বিভিন্ন প্রয়োগের ভিত্তি "আবার'এর দুটি বৈশিষ্ট্য --- সংখ্যাগত ও গুণগত। আপাত অসম্পৃক্ত এই দুই শ্রেণির প্রয়োগের মধ্যে, প্রাথমিক ও আলঙ্কারিক প্রয়োগের মধ্যে ঐক্য 'আবার'এর আধিক্যনির্দেশক ভূমিকায়। প্রাথমিক প্রয়োগে, সংখ্যাগত বিচারে "আবার" আধিক্য নির্দেশ করছে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানসংখ্যার পর্যায়ে। আলঙ্কারিক প্রয়োগে, গুণগত বিচারে এই আধিক্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে উদ্রিক্ত অনুভূতির পর্যায়ে।

উল্লেখপঞ্জী

১) বসু, রাজশেখর (সঙ্কলিত) : চলন্তিকা আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান, কলিকাতা, এন সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ,১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৬৭

২) বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ (সম্পাদিত) : বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রথম খণ্ড, নিউ দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৬৬, পৃঃ ২৯২

৩)দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন (সম্পাদিত) : বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, প্রথম ভাগ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ,পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২৩৩

৪) রায় বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র (সঙ্কলিত) : বাঙ্গালা শব্দকোষ, কলকাতা, ভূর্জপত্র, পুনঃপ্রকাশ ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৪

৫) অদুদ, কাজী আবদুল (সঙ্কলিত) : ব্যবহারিক শব্দকোষ, কলকাতা, প্রেসিডন্সী লাইব্রেরী,২০১১, পৃঃ ৬৯

৬) মিত্র, সুবলচন্দ্র (সংকলিত) : সরল বাঙ্গালা অভিধান, কলকাতা, নিউ বেঙ্গল প্রেস, প্রাঃ লিঃ, পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃঃ ২১১

৭) বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র(সংকলিত) : সংসদ বাংলা অভিধান, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ,অষ্টাদশ মুদ্রণ,২০১২, পৃঃ ৯১

৮) Bandyopadhay, Asit Kumar (ed.) : The Modern Dictionary For Non-Bengali Readers, Calcutta, The Asiatic Society, 1999, p. 199

৯) Majumdar, Dilip(ed.) : Unique World Dictionary Bengali to English, Kolkata, The Unique Book Centre, 2012, p.138

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার : ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৩৯, প্রথম রূপা সংস্করণ, ১৯৮৮

দাশগুপ্ত, প্রবাল : কথার ক্রিয়াকর্ম, কলিকাতা, দেজ পাব্লিশার্স, ১৯৮৭

ভট্টাচার্য, সুভাষ : বাংলা ভাষার সাত সতের, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৭